COLD WAR

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন অ্যাক্সিস শক্তির বিরুদ্ধে মিত্র হিসাবে একসাথে লড়াই করেছিল। তবে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। আমেরিকানরা দীর্ঘদিন ধরে সোভিয়েত কমিউনিজম সম্পর্কে সতর্ক ছিল এবং রাশিয়ান নেতা জোসেফ স্টালিনের নিজের দেশের অত্যাচারী শাসন সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিল। তাদের পক্ষে, সোভিয়েতরা বহু দশক ধরে আমেরিকানদের ইউএসএসআরকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বৈধ অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাদের বিলম্বিত প্রবেশের বিরোধিতা প্রকাশ করেছিল, যার ফলে কয়েক মিলিয়ন রাশিয়ান মারা গিয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে, এই অভিযোগগুলি পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং শত্রুতার এক অপ্রতিরোধ্য অর্থে পাকা হয়ে যায়।

পূর্ব ইউরোপের উত্তর-পূর্বের সোভিয়েত সম্প্রসারণবাদ অনেক আমেরিকানকে বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করার রাশিয়ার পরিকল্পনার আশঙ্কায় উজ্জীবিত করেছিল। এদিকে, ইউএসএসআর আমেরিকান কর্মকর্তাদের বেলিকোজ বাকবিতণ্ডা, অস্ত্র নির্মাণ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে যা বুঝতে পেরেছিল তাতে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল। এ জাতীয় বৈরী পরিবেশে কোনও একক দলই পুরোপুরি শীতল যুদ্ধের জন্য দোষী ছিল না; আসলে, কিছু ইতিহাসবিদ বিশ্বাস করেন যে এটি অনিবার্য ছিল।

শীত যুদ্ধ: ধারণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির মধ্যে বেশিরভাগ আমেরিকান কর্মকর্তারা একমত হয়েছিলেন যে সোভিয়েতের হুমকির বিরুদ্ধে সেরা প্রতিরক্ষা একটি কৌশল ছিল "নিয়ন্ত্রণ"। তার বিখ্যাত "লং টেলিগ্রাম" তে কূটনীতিক জর্জ কেনানান (১৯০৪-২০০৫) নীতিটি ব্যাখ্যা করেছিলেন: সোভিয়েত ইউনিয়ন, তিনি লিখেছেন, "আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে স্থায়ী মোডাস বিভেদী [বিরোধী পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি] থাকতে পারে না - এই বিশ্বাসের প্রতি দৃ political় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ একটি রাজনৈতিক শক্তি ছিল।" ফলস্বরূপ, আমেরিকার একমাত্র পছন্দ ছিল "দীর্ঘমেয়াদী, ধৈর্যশীল কিন্তু রাশিয়ান বিস্তৃত প্রবণতাগুলির দৃ firm় এবং সজাগ কন্টেন্ট"। "১৯৪ in সালে কংগ্রেসের সামনে তিনি ঘোষণা করেছিলেন," এটি অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিই হতে হবে, "বাইরের চাপের দ্বারা ... পরাধীনতার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া স্বাধীন মানুষকে সমর্থন করার জন্য।" এই চিন্তাভাবনাটি পরবর্তী চার দশক ধরে আমেরিকান বিদেশের নীতিকে রূপ দেবে।

শীতল যুদ্ধ: পারমাণবিক যুগ

সংযুক্তি কৌশল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভূতপূর্ব অস্ত্র তৈরির জন্য যুক্তি সরবরাহ করেছিল। ১৯৫০ সালে, এনএসসি – 68 নামে পরিচিত একটি জাতীয় সুরক্ষা কাউন্সিলের প্রতিবেদনে ট্রুমানের এই সুপারিশের

প্রতিধ্বনিত হয়েছিল যে দেশটি যেখানেই ঘটছে বলে মনে হচ্ছে সাম্যবাদী সম্প্রসারণবাদকে সামলে রাখতে সামরিক শক্তি ব্যবহার করবে। সে লক্ষ্যে প্রতিবেদনে প্রতিরক্ষা ব্যয় চারগুণ বাড়ানোর আহ্বান জানানো হয়।

বিশেষত আমেরিকান আধিকারিকরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির মতো পারমাণবিক অস্ত্রের বিকাশকে উত্সাহিত করেছিল। এভাবেই শুরু হয়েছিল মারাত্মক "অস্ত্রের লড়াই" । 1949 সালে, সোভিয়েতরা তাদের নিজস্ব একটি অ্যাটম বোমা পরীক্ষা করেছিল। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে, রাষ্ট্রপতি ট্রুমান ঘোষণা করেছিলেন যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আরও ধ্বংসাত্মক পরমাণু অস্ত্র তৈরি করবে: হাইড্রোজেন বোমা বা "সুপারবম্ব"। স্ট্যালিন মামলা অনুসরণ করেছে।

ফলস্বরূপ, শীতল যুদ্ধের ঝুঁকিগুলি বিপদজনকভাবে উচ্চতর ছিল। মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের এনিউইটোক অ্যাটলে প্রথম এইচ-বোমা পরীক্ষাটি দেখিয়েছিল যে পারমাণবিক যুগ কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে। এটি একটি 25-বর্গমাইল মাইল ফায়ারবল তৈরি করেছে যা একটি দ্বীপকে বাষ্পীভূত করেছিল, সমুদ্রের তলে একটি বিশাল গর্ত ছুড়েছিল এবং ম্যানহাটনের অর্ধেক ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে। পরবর্তী আমেরিকান এবং সোভিয়েত পরীক্ষা বায়ুমণ্ডলে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ছড়িয়ে দেয়

পারমাণবিক ধ্বংসের চিরকালীন হুমকি আমেরিকান ঘরোয়া জীবনেও দুর্দান্ত প্রভাব ফেলেছিল। লোকেরা তাদের বাড়ির উঠোনে বোমা আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করেছিল। তারা স্কুল এবং অন্যান্য পাবলিক জায়গায় আক্রমণ চালানোর মহড়া দিয়েছিল। 1950 এবং 1960 এর দশকে জনপ্রিয় চলচ্চিত্রগুলির একটি মহামারী দেখা গিয়েছিল যা পারমাণবিক ধ্বংসাত্মকতা এবং মিউট্যান্ট প্রাণীদের চিত্র সহ চলচ্চিত্রকারদের আতঙ্কিত করেছিল। এই এবং অন্যান্য উপায়ে, স্নায়ুযুদ্ধ ছিল আমেরিকানদের প্রতিদিনের জীবনে একটানা উপস্থিতি।

কোল্ড ওয়ার স্পেস পর্যন্ত ছড়িয়ে ছে

মহাকাশ অনুসন্ধান শীতল যুদ্ধের প্রতিযোগিতার জন্য আরেকটি নাটকীয় অঙ্গনের কাজ করেছে। 1957 সালের 4 অক্টোবর একটি সোভিয়েত আর -7 আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র স্পুটনিক ("ভ্রমণ সহযাত্রী" এর জন্য রাশিয়ান) চালু করে, পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ এবং পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা প্রথম মানবসৃষ্ট বস্তু object স্পুটনিকের প্রবর্তনটি বেশিরভাগ আমেরিকানদের কাছে অবাক করে দিয়েছিল, এবং মনোরম নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মহাকাশটিকে পরবর্তী সীমান্ত হিসাবে দেখা হয়েছিল, এটি আবিষ্কারের গ্র্যান্ড আমেরিকান traditionতিহ্যের যৌক্তিক বর্ধন এবং সোভিয়েতদের কাছে খুব বেশি জায়গা হারাতে না পারার পক্ষে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তদুপরি, আর-700 ক্ষেপণাস্ত্রের অপ্রতিরোধ্য শক্তির এই প্রদর্শন -

যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান স্থানটিতে পারমাণবিক শিরস্ত্রাণ সরবরাহ করতে সক্ষম বলে মনে হয়েছিল - সোভিয়েত সামরিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে বিশেষত জরুরি বিষয় সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করেছিল।

১৯৫৮ সালে, মার্কিন রকেট বিজ্ঞানী ওয়ার্নার ভন ব্রাউন এর নির্দেশে মার্কিন সেনাবাহিনী দ্বারা ডিজাইন করা নিজস্ব উপগ্রহ, এক্সপ্লোরার। চালু করেছিল এবং স্পেস রেস নামে পরিচিতি লাভের কাজ চলছে। একই বছর, রাষ্ট্রপতি ডুইট আইজেনহোভার একটি জাতীয় আদেশে স্বাক্ষরিত নিখরচায় নিবেদিত একটি ফেডারেল সংস্থা ন্যাশনাল অ্যারোনটিকস অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাসা), পাশাপাশি মহাকাশের সামরিক সম্ভাব্যতা কাজে লাগানোর জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী তৈরির বিষয়ে একটি সরকারী আদেশে স্বাক্ষর করেছিলেন। তবুও, সোভিয়েতরা একধাপ এগিয়ে ছিল, ১৯১61 সালের এপ্রিলে প্রথম লোকটিকে মহাকাশে নিয়ে যায়।

সেই মে মাসে, অ্যালান শেপার্ড মহাকাশে প্রথম আমেরিকান মানুষ হওয়ার পরে, রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি (১৯১17-১6363৩) আমেরিকার দশকের শেষের দিকে চাঁদে একটি মানুষকে অবতরণ করবে বলে সাহসী জনসাধারণ দাবি করেছিলেন। তার ভবিষ্যদ্বাণীটি 19 জুলাই, 1969 সালে সত্য হয়েছিল, যখন নাসার অ্যাপোলো 11 মিশনের নীল আর্মস্ট্রং প্রথম আমেরিকান হয়ে চাঁদে পা রেখেছিলেন, কার্যকরভাবে আমেরিকানদের জন্য স্পেস রেস জিতেছিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নভোচারীরা চূড়ান্ত আমেরিকান নায়ক হিসাবে দেখা গিয়েছিল। আমেরিকা ছাড়িয়ে যাওয়ার এবং কমিউনিস্ট সিস্টেমের শক্তি প্রমাণ করার জন্য তাদের বিশাল, নিরলস প্রচেষ্টা সহ সোভিয়েতরা চূড়ান্ত ভিলেন হিসাবে চিত্রিত হয়েছিল।

স্নায়ুযুদ্ধঃ

এদিকে, ১৯৪ 1947 সালের শুরুতে, হাউস আন-আমেরিকান অ্যাক্টিভিটিস কমিটি (এইচইউসি) শীতল যুদ্ধকে অন্য উপায়ে ঘরে তুলেছিল। এই কমিটি যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিস্ট পরাধীনতা জীবিত এবং ভাল ছিল তা দেখানোর জন্য ডিজাইন করা এক ধারাবাহিক শুনানি শুরু করে।

হলিউডে, এইচইএসি চলচ্চিত্র জগতে কাজ করা শত শত লোককে বামপন্থী রাজনৈতিক বিশ্বাস ত্যাগ করতে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করেছিল। 500 জনেরও বেশি লোক তাদের চাকরি হারিয়েছে। এই "কালো তালিকাভুক্ত" লেখক, পরিচালক, অভিনেতা এবং অন্যান্যরা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আবার কাজ করতে অক্ষম ছিলেন। এইচইউসি স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মীদেরও ধ্বংসাত্মক

কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ করেছে। শীঘ্রই, অন্যান্য অ্যান্টিকোমুনিস্ট রাজনীতিবিদ, বিশেষত সিনেটর জোসেফ ম্যাকার্থি (১৯০৮-১৯77), এই তদন্তকে ফেডারেল সরকারে যারা কাজ করেছিলেন তাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রসারিত করেছিলেন।

হাজার হাজার ফেডারেল কর্মচারীদের তদন্ত করা হয়েছিল, বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং এমনকি তাদের বিরুদ্ধে মামলাও করা হয়েছিল। যেহেতু এই অ্যান্টিকোমুনিস্ট হিস্টিরিয়া 1950 এর দশকে ছড়িয়ে পড়েছিল, উদার কলেজের অধ্যাপকরা তাদের চাকরি হারিয়ে ফেলেন, লোকদের সহকর্মীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বলা হয়েছিল এবং "আনুগত্যের শপথ" হওয়া সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিদেশে শীতল যুদ্ধ

ঘরে বসে পরাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াই বিদেশে সোভিয়েতের হুমকির সাথে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগকে মিরর করে। ১৯৫০ সালের জুনে, সোভিয়েত-সমর্থিত উত্তর কোরিয়ার জনগণের সেনাবাহিনী দক্ষিণে পশ্চিমাপন্থী প্রতিবেশী আক্রমণ করলে শীতল যুদ্ধের প্রথম সামরিক পদক্ষেপ শুরু হয়। অনেক আমেরিকান কর্মকর্তা আশঙ্কা করেছিলেন যে বিশ্বকে দখল করার জন্য এটি একটি কমিউনিস্ট প্রচারের প্রথম পদক্ষেপ ছিল এবং মনে করতেন যে নিরবিরোধী কোনও বিকল্প নয়। ট্রুমান আমেরিকান সেনাকে কোরিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু কোরিয়ান যুদ্ধ অচলাবস্থায় টেনে নিয়ে যায় এবং ১৯৫৩ সালে শেষ হয়।

১৯৫৫ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থার (ন্যাটো) অন্যান্য সদস্যরা পশ্চিম জার্মানিকে ন্যাটো-র সদস্য করে এবং পুনর্নির্মাণের অনুমতি দেয়। সোভিয়েতরা সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল ইভান এস কোনেভের নেতৃত্বে একীভূত সামরিক কমান্ড স্থাপনকারী সোভিয়েত ইউনিয়ন, আলবেনিয়া, পোল্যান্ড, রোমানিয়া, হাঙ্গেরি, পূর্ব জার্মানি, চেকোস্লোভাকিয়া এবং বুলগেরিয়ার মধ্যে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সংস্থা ওয়ার্সা চুক্তির সাথে প্রতিক্রিয়া জানায়।

এরপরে অন্যান্য আন্তর্জাতিক বিবাদও অনুসরণ করে। ১৯60০ এর দশকের গোড়ার দিকে, রাষ্ট্রপতি কেনেডি তার নিজের গোলার্ধে বেশ কয়েকটি সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। ১৯61১ সালে শূকরের উপসাগর আক্রমণ এবং পরের বছর কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কট প্রমাণ করেছিল যে প্রকৃত সাম্যবাদী হুমকি এখন অস্থির, উত্তর-পূর্ববর্তী "তৃতীয় বিশ্ব" এর মধ্যে রয়েছে।

ভিয়েতনামের চেয়ে কোথাও এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট ছিল না, যেখানে ফরাসী colonপনিবেশিক শাসনের পতনের ফলে দক্ষিণে আমেরিকান সমর্থিত জাতীয়তাবাদী এনগো দিংহ ডেইম এবং উত্তরে কমিউনিস্ট জাতীয়তাবাদী হো চি মিনের মধ্যে লড়াই শুরু হয়েছিল। ১৯৫০ এর দশক থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে একটি অ্যান্টিক্যামুনিস্ট সরকারকে টিকিয়ে রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল এবং ১৯60০ এর দশকের গোড়ার দিকে আমেরিকান নেতাদের কাছে স্পষ্ট মনে হয়েছিল যে তারা যদি সেখানে কমিউনিস্ট

সম্প্রসারণবাদকে সফলভাবে "ধারণ" করতে পারে, তবে তাদের হস্তক্ষেপ করতে হবে ডেমের পক্ষে আরও সক্রিয়ভাবে। যাইহোক, একটি সংক্ষিপ্ত সামরিক পদক্ষেপের উদ্দেশ্য কী ছিল তা 10 বছরের সংঘর্ষে পরিণত হয়েছিল

শীতল যুদ্ধের সমাপ্তি

তিনি দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথেই রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসন (১৯১13-১৯৯৪) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ শুরু করেন। বিশ্বকে প্রতিকূল, "দ্বি-পোলার" স্থান হিসাবে দেখার পরিবর্তে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, কেন আরও বেশি মেরু তৈরির জন্য সামরিক পদক্ষেপের পরিবর্তে কূটনীতি ব্যবহার করবেন না? সে লক্ষ্যে তিনি জাতিসংঘকে কমিউনিস্ট চীনা সরকারকে স্বীকৃতি দিতে উত্সাহিত করেছিলেন এবং ১৯ 197২ সালে সেখানে ভ্রমণ শেষে বেইজিংয়ের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন শুরু করেছিলেন। একই সাথে, তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে "ডেন্টেতে" - "শিথিলকরণ" নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ১৯ 197২ সালে, তিনি এবং সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী লিওনিড ব্রেজনেভ (১৯০6-১৮৮২) কৌশলগত অস্ত্র সীমাবদ্ধতা চুক্তিতে (স্যাল্ট প্রথম) স্বাক্ষর করেন, যা উভয় পক্ষের দ্বারা পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি নিষিদ্ধ এবং পারমাণবিক যুদ্ধের দশকের পুরানো হুমকি হ্রাস করার পদক্ষেপ নিয়েছিল।

নিক্সনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগনের (1911-2004) অধীনে শীতল যুদ্ধ আবার উত্তপ্ত হয়েছিল। তাঁর প্রজন্মের অনেক নেতার মতোই, রেগান বিশ্বাস করতেন যে কোথাও কমিউনিজমের বিস্তার সর্বত্র স্বাধীনতার হুমকি দিয়েছে। ফলস্বরূপ, তিনি বিশ্বজুড়ে বিরোধী সরকার এবং বিদ্রোহীদের আর্থিক ও সামরিক সহায়তা প্রদানের কাজ করেছিলেন। এই নীতিটি, বিশেষত গ্রেনাডা এবং এল সালভাদোরের মতো জায়গাগুলিতে উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রয়োগ করা হয়েছিল, এটি রিগন মতবাদ হিসাবে পরিচিত ছিল।

শীতল যুদ্ধ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তাদের স্ব স্ব মিত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যে উন্মুক্ত অথচ সীমাবদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে উঠেছে। স্নায়ুযুদ্ধ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রচারের ফ্রন্টে শুরু হয়েছিল এবং কেবল অস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই শব্দটি প্রথম ইংরেজী লেখক জর্জ অরওয়েল ১৯৪ in সালে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে ব্যবহার করেছিলেন যেটি তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে "দুটি বা তিনটি রাক্ষসাত্মক সুপার-স্টেটের মধ্যে পারমাণবিক অচলাবস্থা হতে পারে, প্রত্যেকটির হাতে একটি অস্ত্র রয়েছে যার দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোক হতে পারে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নিশ্চিহ্ন। ১৯৪ in সালে দক্ষিণ ক্যারোলিনার কলম্বিয়ার স্টেট হাউসে এক বক্তৃতায় আমেরিকান ফিনান্সার এবং রাষ্ট্রপতি উপদেষ্টা বার্নার্ড বারুচ আমেরিকাতে এটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন।

শীতল যুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তাদের নিজ নিজ মিত্রদের মধ্যে চলমান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিকশিত হয়েছিল। দুই পরাশক্তিদের মধ্যে এই বৈরিতা প্রথমে ১৯৪45 সালে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে জর্জ অরওয়েল নামটির নাম দিয়েছিল। অরওয়েল এটিকে "সুপার-স্টেটস" এর মধ্যে পারমাণবিক অচলাবস্থা হিসাবে বুঝতে পেরেছিলেন: প্রত্যেকে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের অস্ত্র ধারণ করেছিল এবং অপরটিকে ধ্বংস করতে সক্ষম ছিল।

১৯৪45 সালে নাজি জার্মানি আত্মসমর্পণের পরে শীতল যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, যখন একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট ব্রিটেন এবং অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে অস্বস্তিকর জোট ভেঙে পড়তে শুরু করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে, জার্মানি থেকে সম্ভাব্য পুনর্নবীকরণের হুমকির বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য দৃ determined়প্রতিজ্ঞ। আমেরিকান এবং ব্রিটিশরা আশঙ্কা করেছিল যে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েতের আধিপত্য স্থায়ী হতে পারে। ১৯৪--৪৪ সালে শীতল যুদ্ধকে আরও শক্তিশালী করা হয়, যখন মার্কিন সহায়তায় কিছু পশ্চিমা দেশ আমেরিকান প্রভাবের আওতায় নিয়ে আসে এবং সোভিয়েতরা প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। তবুও, শীতল যুদ্ধের সময় যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্রের খুব কম ব্যবহার ছিল। এটি মূলত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রচারের ফ্রন্টে জারি করা হয়েছিল এবং ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ছিল।

শীতল যুদ্ধের উত্স

১৯৪45 সালের মে মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির কাছাকাছি সময়ে নাজি জার্মানি আত্মসমর্পণের পরে, একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে অপ্রস্তুত যুদ্ধকালীন জোট এবং অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন উদ্ঘাটন শুরু করে। 1948 সালের মধ্যে সোভিয়েতরা পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল যেগুলি রেড আর্মি দ্বারা মুক্ত হয়েছিল। আমেরিকান এবং ব্রিটিশরা পূর্ব ইউরোপের স্থায়ী সোভিয়েত আধিপত্য এবং পশ্চিম ইউরোপের গণতন্ত্রে সোভিয়েত-প্রভাবিত কমিউনিস্ট দলগুলির ক্ষমতায় আসার হুমকির আশঙ্কা করেছিল। অন্যদিকে, সোভিয়েতরা জার্মানি থেকে যে কোনও নতুন উদ্ভূত হুমকির বিরুদ্ধে রক্ষার জন্য পূর্ব ইউরোপের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য দৃ were় সংকল্পবদ্ধ ছিল এবং মূলত আদর্শিক কারণে তারা বিশ্বব্যাপী কমিউনিজম ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে আগ্রহী ছিল। ১৯৪--৪৪ সালের মধ্যে শীতল যুদ্ধ আরও দৃified় হয়েছিল, যখন পশ্চিম ইউরোপের মার্শাল পরিকল্পনার আওতায় মার্কিন সহায়তা এই দেশগুলিকে আমেরিকান প্রভাবের অধীনে নিয়ে এসেছিল এবং সোভিয়েতরা পূর্ব ইউরোপে প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল।

সুপারপাওয়ারদের মধ্যে সংগ্রাম

১৯৪৮-৫৩ সালে শীতল যুদ্ধ শীর্ষে পৌঁছেছিল। এই সময়কালে সোভিয়েতরা ব্যর্থ হয়ে পশ্চিম বার্লিনের পশ্চিম-অধিষ্ঠিত ক্ষেত্রগুলিতে (1948-49) অবরুদ্ধ করেছিল; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার ইউরোপীয় মিত্ররা

উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা (ন্যাটো) গঠন করেছিল, ইউরোপে সোভিয়েতের উপস্থিতি রোধ করার জন্য একীভূত সামরিক কমান্ড (1949); সোভিয়েতরা তাদের প্রথম পারমাণবিক ওয়ারহেড বিস্ফোরিত করেছিল (1949), এভাবেই পারমাণবিক বোমার উপর আমেরিকার একচেটিয়াংশের অবসান ঘটে; চীনের কমিউনিস্টরা মূল ভূখণ্ডে চীনে ক্ষমতায় এসেছিল (1949); এবং উত্তর কোরিয়ার সোভিয়েত সমর্থিত কমিউনিস্ট সরকার ১৯৫০ সালে মার্কিন-সমর্থিত দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করেছিল এবং ১৯৫৩ সাল অবধি স্থায়ী দ্বিধাহীন কোরিয়ার যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়েছিল।

১৯৫৩ থেকে ১৯৫7 সাল পর্যন্ত শীতল যুদ্ধের উত্তেজনা কিছুটা শিথিল হয়েছিল, মূলত ১৯৫৩ সালে দীর্ঘকালীন সোভিয়েত একনায়ক জোসেফ স্টালিনের মৃত্যুর কারণে; তবুও, স্ট্যান্ডঅফ রয়ে গেল। সোভিয়েত-ব্লক দেশগুলির মধ্যে একটি সংহত সামরিক সংস্থা, ওয়ার্সা চুক্তি ১৯৫৫ সালে গঠিত হয়েছিল; এবং একই বছর পশ্চিম জার্মানি ন্যাটোতে ভর্তি হয়েছিল। ১৯৫৮–-২ সালে শীতল যুদ্ধের আর একটি তীব্র পর্যায় ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলির বিকাশ শুরু করে এবং ১৯62২ সালে সোভিয়েতরা কিউবার মধ্যে গোপনে ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন শুরু করেছিল যা মার্কিন শহরগুলিতে পারমাণবিক হামলা চালাতে ব্যবহৃত হতে পারে। এটি কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কট শুরু করেছিল (১৯)২), এমন একটি সংঘাত যা দুটি পরাশক্তিকে যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছিল, ক্ষেপণাস্ত্র প্রত্যাহারের চুক্তি হওয়ার আগেই।

কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কট দেখিয়েছিল যে যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়ই অন্যের প্রতিশোধ নেওয়ার ভয়ে (এবং এইভাবে পারস্পরিক পারমাণবিক বিনাশের ভয়ে) পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে প্রস্তুত ছিল না। এই দুই পরাশক্তি শীঘ্রই ১৯63৩ সালের পারমাণবিক পরীক্ষা-নিষেধাজ্ঞার চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, যা উপরের পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কিন্তু এই সংকট সোভিয়েতদের দৃ determination় দৃ .়তাটিকে আরও শক্তিশালী করেছিল যে তারা আর কখনও তাদের সামরিক হীনমন্যতার দ্বারা অপমানিত হবে না এবং তারা প্রচলিত এবং কৌশলগত উভয় শক্তিরই একটি গঠন শুরু করেছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরবর্তী 25 বছরের জন্য ম্যাচ করতে বাধ্য হয়েছিল।

পুরো শীত যুদ্ধের সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউরোপে সরাসরি সামরিক সংঘাত এড়ানো এবং মিত্রদের অন্যদিকে ত্রুটি থেকে বাধা দেওয়ার জন্য বা তারা তা করার পরে তাদের উৎখাত করার জন্য প্রকৃত যুদ্ধ পরিচালনায় জড়িত। সুতরাং, সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব জার্মানি (1953), হাঙ্গেরি (1956), চেকোস্লোভাকিয়া (1968) এবং আফগানিস্তানে (1979) কমিউনিস্ট শাসন সংরক্ষণের জন্য সেনা পাঠিয়েছিল। তার অংশ হিসাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গুয়াতেমালায় একটি বামপন্থী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সাহায্য করেছিল (১৯৫৪), কিউবা (১৯61১) এর একটি ব্যর্থ আক্রমণকে সমর্থন করেছিল, ডমিনিকান

রিপাবলিক (১৯6565) এবং গ্রেনাডা (১৯৮৩) আক্রমণ করেছিল এবং দীর্ঘ সময় (১৯–৪–) চালিয়েছিল 75) এবং কমিউনিস্ট উত্তর ভিয়েতনামকে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে এর অধীনে আনতে বাধা দেওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

এক নতুন ওয়ার্ল্ড অর্ডার এর দিকে

1960 এবং '70 এর দশকে, তবে, সোভিয়েত এবং আমেরিকান ব্লকের মধ্যে দ্বিপদী পোষাকের লড়াই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আরও জটিল ধাঁচের দিকে এগিয়ে যায়, যেখানে বিশ্ব এখন আর দুটি স্পষ্ট বিরোধী ব্লকের মধ্যে বিভক্ত ছিল না। ১৯60০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন মধ্যে একটি বড় বিভক্তি ঘটেছিল এবং বহু বছর ধরে সম্প্রসারিত হয়ে কমিউনিস্ট ব্লকের unityক্যকে ভেঙে দেয়। এরই মধ্যে, পশ্চিম ইউরোপ এবং জাপান 1950 এবং '60 এর দশকে গতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল, যুক্তরাষ্ট্রে তাদের তুলনামূলক নিম্নমানকে হ্রাস করেছিল। কম-শক্তিশালী দেশগুলির তাদের স্বাধীনতা দৃ as় করার জন্য আরও জায়গা ছিল এবং প্রায়শই তারা তাদেরকে পরাশক্তি জবরদস্তি বা কাজলিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী দেখায়।

1970-এর দশকে কৌশলগত অস্ত্র সীমাবদ্ধতা আলোচনায় (সালট) যেহেতু যথাক্রমে 1972 এবং 1979 সালের সল্ট প্রথম ও দ্বিতীয় চুক্তি হয়েছিল, তাতে শীতল যুদ্ধের উত্তেজনা লাঘব হয়েছে, যেখানে দু'জন পরাশক্তি তাদের অ্যান্টবলিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলির সীমাবদ্ধ করেছিল এবং পারমাণবিক অস্ত্র বহন করতে সক্ষম কৌশলগত ক্ষেপণাস্ত্র এরপরে ১৯৮০ এর দশকের গোড়ার দিকে শীত যুদ্ধের পুনরায় উত্তেজনা শুরু হয় যখন দুটি পরাশক্তি তাদের বিশাল অস্ত্র তৈরির কাজ চালিয়ে যায় এবং তৃতীয় বিশ্বের প্রভাবের জন্য প্রতিযোগিতা করে। তবে ১৯ Soviet০ এর দশকের শেষভাগে সোভিয়েত নেতা মিখাইল এস গর্বাচেভের প্রশাসনের সময় শীতল যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। তিনি সোভিয়েত ব্যবস্থার সর্বগ্রাসী দিকগুলি ভেঙে দিয়ে সোভিয়েত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রকরণের প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন। ১৯৮৯-৯০ সালে পূর্ব ইউরোপের সোভিয়েত-ব্লক দেশগুলিতে যখন কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল, তখন গোরবাচেভ তাদের পতনের বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছিল। পূর্ব জার্মানি, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি এবং চেকোস্লোভাকিয়ায় গণতান্ত্রিক সরকারগুলির ক্ষমতার উত্থানের সাথে সাথেই পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানি একত্রিত হয়ে ন্যাটো পৃষ্ঠপোষকতায় আবারও সোভিয়েতের অনুমোদনের মাধ্যমে।

গর্বাচেভের অভ্যন্তরীণ সংস্কারগুলি এর মধ্যেই তার নিজস্ব কমিউনিস্ট পার্টি দুর্বল করেছিল এবং রাশিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য সংবিধানের প্রজাতন্ত্রগুলিতে ক্ষমতা স্থানান্তরিত করার অনুমতি দিয়েছে। ১৯৯১ সালের শেষের দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ে এবং গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত, অ্যান্টিকোমুনিস্ট নেতা সহ রাশিয়া সহ তার মৃতদেহ থেকে ১৫ টি নতুন স্বাধীন দেশ জন্মগ্রহণ করে। শীতল যুদ্ধের অবসান হয়েছিল।

1945 সালে, একটি বড় যুদ্ধ শেষ হয়েছিল এবং অন্যটি শুরু হয়েছিল।

শীতল যুদ্ধ প্রায় 45 বছর স্থায়ী হয়েছিল। দুই প্রধান বিরোধী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে কোনও সরাসরি সামরিক প্রচার ছিল না। তবুও লড়াইয়ে কোটি কোটি ডলার এবং লক্ষ লক্ষ প্রাণ হারিয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মুক্ত-বাজার পুঁজিবাদী বিশ্বের নেতা হয়ে ওঠে। আমেরিকা ও তার মিত্ররা কমিউনিস্ট, সর্বগ্রাসী সোভিয়েত ইউনিয়নকে ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকার প্রসারিত হতে বাধা রাখতে লড়াই করেছিল। কোরিয়া এবং ভিয়েতনাম, কিউবা এবং গ্রেনাডা, আফগানিস্তান এবং অ্যাঙ্গোলা হিসাবে দুর্গম থিয়েটারগুলি দুটি আদর্শের মধ্যে যুদ্ধের মাঠে পরিণত হয়েছিল। একটি যুদ্ধোত্তর প্যাটার্ন দ্রুত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমেরিকা যতক্ষণ না শীঘ্র যুদ্ধের পক্ষে লড়াই চালাচ্ছিল ততক্ষণ তার পূর্বের বিচ্ছিন্নতাবাদী অবস্থানের প্রতি পিছপা হবে না।

স্নায়ুযুদ্ধের দীর্ঘমেয়াদী কারণগুলি স্পষ্ট। পশ্চিমা গণতন্ত্রগুলি সর্বদা একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের ধারণার বিরুদ্ধে ছিল। বলশেভিক অধিগ্রহণের ১ 16 বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউএসএসআরকে স্বীকৃতি দেয়নি refused আমেরিকাতে কুড়ি দশকের গোড়ার দিকে রেড স্কেয়ারে কমিউনিজমের ঘরোয়া ভয় দেখা দেয়। আমেরিকান ব্যবসায়ী নেতারা দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিকভাবে চালিত শ্রমিক সংগঠনের পরিণতি সম্পর্কে ভীত ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ স্বল্পমেয়াদী কারণও সরবরাহ করেছিল।

সোভিয়েতের পক্ষেও বৈরিতা ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশ কোটি রুশ নাগরিক মারা গিয়েছিল। আমেরিকান ও ব্রিটিশরা ফ্রান্সে ফ্রন্ট খোলার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করেছিল বলে স্ট্যালিন ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এটি আক্রমণকারী জার্মানদের থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর চাপ কাটিয়ে উঠত। আরও, যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে endণ-লিজ সহায়তা বন্ধ করে দেয়। শেষ অবধি সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিজমে বিশ্বাস করেছিল।

স্টালিন পূর্ব ইউরোপের স্বাধীনতা সম্পর্কে যুদ্ধের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যার উপর তিনি নির্দোষভাবে পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। ইয়ালটা কনফারেন্সে, ইউএসএসআর ইউরোপীয় যুদ্ধের সমাপ্তির তিন মাস পরে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবেশের অঙ্গীকার করেছিল। এর বিনিময়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জাপানের কাছ থেকে সোভিয়েতদের আঞ্চলিক ছাড় এবং চীনা মনচুরিয়ায় বিশেষ অধিকার প্রদান করে।

হিরোশিমা এবং নাগাসাকির বোমা হামলার মধ্যে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধে প্রবেশ করেছিল তখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আর তাদের সহায়তার দরকার পড়েনি, তবে পাশ্চাত্য প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্য স্ট্যালিন সেখানে ছিলেন। এই সমস্ত কারণগুলি অবিশ্বাসের একটি আবহাওয়ায় অবদান রেখেছিল যা শীতল যুদ্ধের সূত্রপাতের সময় উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলে।

পটসডামে মিত্ররা নাৎসি জার্মানির পরবর্তী যুদ্ধের ফলাফলের বিষয়ে একমত হয়েছিল। অঞ্চলগত সামঞ্জস্যের পরে, জার্মানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যেককে একটি করে প্রশাসনিক প্রশাসনের সাথে চারটি ওসিকিউশন অঞ্চলগুলিতে বিভক্ত হয়েছিল। জার্মানিকে গণতান্ত্রিক ও ডি-নাজিফাইড করা হয়েছিল। একবার নাৎসি নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং যুদ্ধাপরাধের বিচার শুরু হলে নতুন জার্মান সরকার নির্বাচন এবং মিত্র সেনা প্রত্যাহারের জন্য একটি তারিখের বিষয়ে একমত হতে হবে।

এই প্রক্রিয়াটি পশ্চিম মিত্রদের দ্বারা পরিচালিত অঞ্চলগুলিতে কার্যকর করা হয়েছিল। পূর্ব সোভিয়েত দখল জোনে একটি পুতুল কমিউনিস্ট শাসনকর্তা নির্বাচিত হয়েছিল। পশ্চিমাদের সাথে প্রত্যাবাসনের কোন প্রতিশ্রুতি ছিল না। শীঘ্রই সোভিয়েত রেড আর্মির সহায়তায় এ জাতীয় সরকারগুলি সমগ্র পূর্ব ইউরোপ জুড়ে ক্ষমতায় আসে। স্ট্যালিন ভবিষ্যতে রাশিয়ার ভূখণ্ডে যে কোনও আক্রমণ রোধ করতে বাফার জোন তৈরি করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন।
উইনস্টন চার্চিল 1946 সালে মন্তব্য করেছিলেন যে একটি "লোহার পর্দা মহাদেশ জুড়ে নেমে এসেছিল।"

ওয়ারস চুক্তি: WARSAW PACT

পারস্পরিক সহায়তা, (১৪ ই মে, ১৯৫৫ - জুলাই ১, ১৯৯১) মূলত সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আলবানিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানি, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড এবং রোমানিয়ার সমন্বিত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সংস্থা (ওয়ার্সা চুক্তি সংস্থা) প্রতিষ্ঠার চুক্তি (আলবেনিয়া ১৯৮৮ সালে সরে আসে, এবং পূর্ব জার্মানি ১৯৯০ সালে তা করেছিল।) এই চুক্তিটি (যা ২ April শে এপ্রিল, ১৯৮৫ এ পুনর্নবীকরণ করা হয়েছিল) অংশগ্রহীতা অন্যান্য রাষ্ট্রের অঞ্চলগুলিতে সোভিয়েত সামরিক ইউনিটগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল।

ওয়ার্সা চুক্তির তাত্ক্ষণিক উপলক্ষটি ছিল পশ্চিম জার্মানিকে উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থায় স্বীকৃত পশ্চিমা শক্তিগুলির মধ্যে প্যারিস চুক্তি। ১৯৫৫ সালের প্রথম দিকে ক্ষমতা গ্রহণের পরে সোভিয়েত নেতারা নিকিতা ক্রুশ্চেভ এবং নিকোলায় বুলগানিন কর্তৃক গৃহীত একটি কর্মসূচি, তবে ওয়ার্সা চুক্তি সোভিয়েতকে তার উপগ্রহগুলির নিয়ন্ত্রণকে আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপ ছিল। এই চুক্তিটিও কাজ করেছিল আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের দর কষাকষির অবস্থানকে বাড়ানোর লক্ষণ, এই চুক্তির সমাপ্তি প্রবন্ধের সাহায্যে এমন একটি সূচনা হতে পারে, যেটিতে বলা হয়েছিল যে যখন পূর্ব-পশ্চিমের সম্মিলিত-সুরক্ষা চুক্তি হবে তখন ওয়ারশ চুক্তি বিলুপ্ত হবে। বল।

ওয়ারশ চুক্তি, বিশেষত স্যাটেলাইট ভূখণ্ডে সোভিয়েত সৈন্যদের উদ্বুদ্ধকরণের বিধান, ১৯৫ in সালে এই দুই দেশের অভ্যুত্থানের সময় পোল্যান্ড এবং হাঙ্গেরিতে জাতীয়তাবাদী শত্রুতার লক্ষ্য হয়ে ওঠে। ওয়ারসো চুক্তিটি সরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন এই চুক্তিটি স্বাক্ষর করে। ১৯৬৪৮ সালের

আগস্টে চেকোস্লোভাকিয়ায় সেনাবাহিনী বাক স্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ চাপানো শুরু করার পরে এবং পশ্চিমাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সন্ধান করার পরে চেকোস্লোভাক শাসন ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার জন্য। (কেবলমাত্র আলবেনিয়া এবং রোমানিয়া চেকোস্লোভাক দমনে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিল।)

পূর্ব ইউরোপে ১৯৮৯-এর গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে, ওয়ার্সো চুক্তিটি মরিবুন্ড হয়ে যায় এবং ১৯৯১ সালের ১ জুলাই চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগে ওয়ার্সা চুক্তির নেতাদের একটি চূড়ান্ত শীর্ষ বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে "অস্তিত্বহীন" ঘোষিত হয়। নিযুক্ত সোভিয়েত সেনাবাহিনী ধীরে ধীরে সাবেক উপগ্রহ, এখন রাজনৈতিকভাবে স্বতন্ত্র দেশ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে কয়েক দশকের দীর্ঘ দ্বন্দ্বটি ওয়ার্সা চুক্তির সদস্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল, রাশিয়ার সোভিয়েতের উত্তরসূরি রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে পরবর্তীকালে তারা ন্যাটোতে যোগ দিয়েছিল।

SEATO

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা (SEATO) হ'ল সাম্প্রদায়িক সুরক্ষা এবং শীতল যুদ্ধের সময়কালে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে জোট গঠনের জন্য অ-কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি চুক্তি। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফস্টার ডুলস দ্বারা আলোচিত, সংস্থাটি দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় রাজ্যগুলির জন্য প্রতিরক্ষা সরবরাহ করেছিল। ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, ফিলিপাইন এবং থাইল্যান্ড এই চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। যদিও ভিয়েতনাম, লাওস এবং কম্বোডিয়া এই চুক্তির আনুষ্ঠানিক সদস্য না হলেও তাদের সুরক্ষার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কম্যুনিস্ট এবং অ-কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কমিউনিজমের দ্রুত সম্প্রসারণ এবং উত্তেজনার এই প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া ছিল।

কমিউনিজমের বিস্তার রোধে সিটো তৈরি করা হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন বিশ্বাস করেছিল যে ইউএসএসআর নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির সম্প্রসারণ বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রকে হুমকির মুখে ফেলেছে। তবে সোভিয়েতরা কম্যুনিজমের আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে ছিল। অধিকন্তু, বিশ্বের শক্তি অর্জন করার সাথে সাথে চীনের কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ক্রমবর্ধমান বৃহৎ হুমকিতে পরিণত হয়েছিল। এটি অ-সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলিকে এই নথিতে স্বাক্ষরের মাধ্যমে toক্যবদ্ধ হওয়ার প্ররোচিত করেছিল এবং কমিউনিস্টদের আগ্রাসনের ক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলিকে সুরক্ষা সরবরাহ করেছিল।

রাষ্ট্রপতি ডুইট ডি আইজেনহওয়ারের এই জনসেবা ঘোষণাটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কমিউনিস্ট সংগ্রামগুলির ব্যাখ্যা দিয়েছিল এবং আমেরিকান নাগরিকদের সিটো এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করেছিল।

Cominform

কমিনফর্মটি 1947 থেকে ১৯৫6 সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল। এটি একরকমভাবে কমিন্টারের উত্তরসূরি ছিল।

কমিনফর্মের নামটি কমিউনিস্ট এবং শ্রমিকদের দলগুলির তথ্য ব্যুরোর রাশিয়ান ভাষায় সংকোচনের পরে আসে from সংস্থার লক্ষ্য অংশ নেওয়া রাষ্ট্রসমূহ বা কমিউনিস্ট দলগুলির আদর্শিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনকে নিবিড়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা is

1945 সাল থেকে, ইউএসএসআর তার রাজনৈতিক শক্তি প্রসারিত করার চেষ্টা করেছিল। ২২ থেকে ২ 27 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পোলিশ লোয়ার সিলিসিয়ার ইউরোপীয় কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলন উপলক্ষে ১৯৪form সালের ৫ ই অক্টোবর কোমিনফর্মটি তৈরি করা হয়েছিল। উত্তরোত্তর উপর সোভিয়েত প্রভাব। প্রতিষ্ঠানের ইউরোসেন্ট্রিজমের প্রমাণ, চীনা এবং ভিয়েতনামী পিসি আমন্ত্রিত নয়।

স্টালিনের মাধ্যমে কমিনফর্মের সৃষ্টি আমেরিকান মার্শাল পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল, পূর্ব ইউরোপের জনপ্রিয় গণতন্ত্র দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল (সোভিয়েতের চাপে)।

Comecon

পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা কাউন্সিল বা মিউচুয়াল অর্থনৈতিক সহায়তা কাউন্সিল (সিএমইএ, যা রাশিয়ান ভাষায় কমকন নামে পরিচিত,) বিভিন্ন কমিউনিস্ট দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক পারস্পরিক সহায়তার একটি সংগঠন ছিল। ১৯৪৯ সালে স্ট্যালিন দ্বারা নির্মিত মার্শাল পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১৯৪। সালে, এটি শীতল যুদ্ধের শেষের দিকে ২৯ শে জুন, ১৯৯১-এ সোভিয়েত ব্লকের পতনের সাথে বিলীন হয়ে যায়। এর সদর দফতর মস্কোর নতুন আরবট স্ট্রিটে ছিল।

এই সংস্থার লক্ষ্য ছিল কমিউনিস্ট দেশগুলির জাতীয় শিল্পগুলির সর্বোত্তম পরিকল্পনা এবং বিশেষায়িতকরণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, তথাকথিত "সমাজতান্ত্রিক" দেশগুলি সিএমইএর মধ্যে দ্বিপক্ষীয় ক্লিয়ারিং (ক্ষতিপূরণ) গ্রহণ করেছিল, পরিকল্পিত অর্থনীতিতে থাকা একটি দেশের বৈদেশিক এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রে একমাত্র পদ্ধতি প্রযোজ্য। এরপরে তারা বহুপাক্ষিক ক্লিয়ারিং প্রবর্তন করে, যা সিএমইএ দেশগুলির উন্নয়নের পথে বাধা অতিক্রম করতে আরও সুবিধাজনক এবং যেখানে "স্থানান্তরযোগ্য রুবেল" অ্যাকাউন্টিং ইউনিট হিসাবে কাজ করা উচিত। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্তরে, "স্থানান্তরযোগ্য রুবেল" পারস্পরিক বিতরণগুলির পরিমাণের তুলনা করার একটি মাধ্যম ছিল।

সিএমইএর সৃষ্টি, যা মার্শাল পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা যেতে পারে যা পশ্চিম ইউরোপ (পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স ইত্যাদি) পুনর্গঠনে সহায়তা করেছিল এবং "মুক্ত বিশ্ব" গঠনের ফলে পূর্ব ইউরোপীয় উপগ্রহের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে দেশগুলি, আন্তঃসত্তা লেনদেনে "হস্তান্তরযোগ্য রুবেল" ব্যবহার করার বাধ্যবাধকতার সাথে এইভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের আধিপত্যকে শক্তিশালী করে। সংস্থাটি ইউএসএসআরের পক্ষেও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেছিল, যেহেতু এটি ভর্তুকি, loans বা শ্রম প্রেরণের বিনিময়ে দেশীয় বিষয়ে প্রচুর ওজন অর্জন করতে সক্ষম করে।

"জনগণের গণতন্ত্র", ইউএসএসআর-এর উপগ্রহ রাজ্যগুলি

The “people’s democracies”, satellite states of the USSR

পূর্ব ইউরোপ, আমেরিকান পুঁজিবাদের বেতন হিসাবে পশ্চিম ইউরোপের "বুর্জোয়া গণতন্ত্র" এর বিপরীতে, মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের (সিইইসি), ইউএসএসআর এর "জনগণের গণতন্ত্র" বোঝায়, যার মধ্যে তারা উপগ্রহ রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের উপগ্রহগুলি, কেবলমাত্র তাদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক মডেল সোভিয়েত সাম্যবাদী শাসনের দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়, কারণ এই সমস্ত দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক নীতিগুলি মেনে চলা বা কমপক্ষে কঠোরভাবে মেনে চলার কথা, মস্কোর আদেশের মাধ্যমে, Cominform।

বাস্তবতা কম মসৃণ। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, বাস্তবে, দুটি পিরিয়ড জনগণের গণতন্ত্রের ইতিহাসকে চিহ্নিত করে: প্রথম সময়কালে, যা ১৯৪5 সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির সাথে শুরু হয়েছিল এবং যা ১৯৫৩ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়েছিল। , পূর্ব ইউরোপ স্ট্যালিনাইজেশনের পথে; দ্বিতীয়দিকে, অন্যদিকে, যা ১৯৫৩ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং ১৯৮৯ সালে বার্লিন প্রাচীরের পতনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছিল, পূর্ব ইউরোপ ডি-স্ট্যালিনাইজেশনের পথে ছিল।

স্ট্যালিনাইজেশন প্রক্রিয়ায় পূর্ব ইউরোপ

১৯৪5 থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে পূর্ব ইউরোপ দুটি কারণে স্ট্যালিনাইজেশন প্রক্রিয়াধীন ছিল: প্রথমত, কারণ ১৯৪5 থেকে ১৯৪৯-এর মধ্যে, "আয়রন কার্টেন" এর পিছনে কমিউনিস্টরা নিজেদের সরকারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল এবং ক্ষমতা দখল করেছিল; দ্বিতীয়ত, কারণ 1949 থেকে 1953 সালের মধ্যে, প্রতিরক্ষামূলক ঝকঝকে পিছনে, কমিউনিস্ট সরকারগুলি স্টালিনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত একনায়কতন্ত্রের মতো সর্বগ্রাসী সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল।

কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা (১৯৪ 19-১৯৯৯)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম ইউরোপ সহ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইউএসএসআর-তে দেখেছিল, যা এটিকে তার ত্রাণকর্তা নাজিবাদ থেকে মুক্তি দিয়েছে। এই কারণে, পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সাথে প্রচুর সম্মান উপভোগ করা ইউএসএসআর হ'ল অনুসরণ ও অনুকরণের একটি মডেল এবং গাইড। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মডেলটি পুঁজিবাদ, ইউএসএসআর-তে মডেল হলেন সাম্যবাদ commun এই কারণেই, ১৯৪5 থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে পূর্বের দেশগুলি কমিউনিজমে রূপান্তরিত হয়েছিল: কিছু দ্রুত, অন্যেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

১৯৪45 সালে যুগোস্লাভিয়া এবং আলবেনিয়া হ'ল প্রথম দুটি পূর্ব ইউরোপীয় দেশ যা কমিউনিস্ট সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল: প্রথমটি জোশিপ ব্রোজের হাতে টিটো, এনভার হক্সার মধ্যে দ্বিতীয়, দু'জন বীর প্রতিরোধের সমর্থন ছাড়াই তাদের দেশকে নাজিবাদ থেকে মুক্তি দিয়েছিল সোভিয়েত রেড আর্মি।

1946 সালে বুলগেরিয়া, 1947 সালে পোল্যান্ড ও রোমানিয়া, জাতীয় ফ্রন্ট সরকার নামে অস্থায়ী সরকার দ্বারা নেতৃত্বের পরে, চারপাশে নাৎসি বিরোধী প্রতিরোধকে একত্রিত করে, প্রভাবশালী কমিউনিস্ট সরকারগুলির অধীনে জাতিগুলির দ্বিতীয় তরঙ্গ গঠন করেছিল।

১৯৪৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়া "অভ্যুত্থান ডি প্রাগ" নামে পরিচিত শক্তি প্রদর্শন করার পরে কমিউনিজমে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। ফেব্রুয়ারি 25, 1948-এ, অতিরিক্ত সাম্যবাদী প্রভাব বিচার করে এমন উদার মন্ত্রীদের জাতীয় ফ্রন্ট সরকারের পদত্যাগের পরে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি বেনিস খুব শীঘ্রই সাম্যবাদী না থাকার কারণে পদত্যাগ করেছিলেন, দলটি তাকে চাপিয়ে দিয়েছে। কমিউনিস্ট চেকোস্লোভাক, ভয় ছড়ানোর জন্য সশস্ত্র শ্রমিক মিলিশিয়াদের কুচকাওয়াজের মাধ্যমে শক্তি প্রদর্শনের লেখক, প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেট গোটওয়াল্ডের নির্দেশে কমিউনিস্ট সরকার গঠন করেছিলেন।

1949 সালে হাঙ্গেরি, প্রথম বছরগুলিতে কমিউনিজমের সাইরেনগুলির প্রতি সংবেদনশীল ছিল না, অবশেষে সালামির কৌশল দ্বারা নিশ্চিত হতে পারে। হাঙ্গেরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির নেতা এবং এই শব্দটির উদ্ভাবক ম্যাতিয়াস রাকোসির মতে, সালামির কৌশলটি রাজনৈতিক বিরোধীদের "টুকরো টুকরো করে" ভাগ করে দেওয়া এবং তারপরে রাজনীতি থেকে "একে একে একে" কেটে ফেলা যতক্ষণ না হয় এক্তি বাকি. ফলস্বরূপ, হাঙ্গেরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি, তার সর্বাধিক দূরবর্তী রাজনৈতিক বিরোধীদের (উদারপন্থীদের) বিরুদ্ধে হুমকি ব্যবহার করার পরে, তার নিকটতম রাজনৈতিক মিত্রদের (সমাজতন্ত্রীদের) কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের জন্য তাদের রাজনৈতিক দলকে ভেঙে দেওয়া ছাড়া কোনও বিকল্প প্রস্তাব দেয়, যা পরিণত হয়েছিল দেশের একমাত্র শাসক হিসাবে একই সময়ে একমাত্র আইনী দল।

জার্মানি, শেষ অবধি, 1949 সালে, পূর্ব ইউরোপের শেষ দেশটি কমিউনিজমে উত্তীর্ণ হয়েছিল। পশ্চিম বার্লিন অবরোধ ও জার্মানি দুটি দেশে বিভক্ত হওয়ার ফলে, জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক (জিডিআর) এর জন্ম জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিকে ক্ষমতা দখলের অনুমতি দেয় এবং এর সর্বাধিক উচ্চ প্রতিনিধি উইলহেলম পাইকের হাতে তার নির্দেশনা দেয়।

অন্যদিকে, ইউএসএসআর এই সমস্ত জনপ্রিয় গণতন্ত্রকে "বড় ভাই" হিসাবে বিবেচনা করে যার প্রতি আমরা বাধ্য হয়েছি এবং যার কাছ থেকে আমরা আমাদের আদেশ পেয়েছি। 1948 সালে, একজন লোক সার্বভৌমত্বের এই ক্ষতি এবং এই অন্ধ আনুগত্যকে অস্বীকার করেছেন: যুগস্লাভ টিটোকে তাত্ক্ষণিকভাবে কমিউনিস্ট ব্লক থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, কারণ বিচ্যুতিবাদ এবং গোষ্ঠী তিতিবাদের কারণে।

অন্য কোথাও, স্টালিনবাদী আদেশ রাজত্ব করে। সিপিএসইউ-এর পরামর্শে, "ভাই দলগুলি", মার্শাল পরিকল্পনার তাদের যে পরিমাণ আর্থিক প্রয়োজন তা অর্থনৈতিক সহায়তা প্রত্যাখ্যান করার পরে, সর্বগ্রাসী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যায়।

সর্বগ্রাসী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা (1949-1953) The establishment of totalitarian regimes (1949-1953)

সর্বগ্রাসী শাসন বলতে এমন একটি সরকারকে বোঝায় যেটিতে ব্যক্তিদের উপর রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমাহীন, অর্থাত্ মোট: কেবলমাত্র দেহেই নয় (গ্রেপ্তার, কারাবাস, ফাঁসি); তবে মনের মধ্যেও (নিখুঁত আনুগত্য, স্বাধীনতার অভাব, রাষ্ট্রক্ষেত্র) সুতরাং সর্বগ্রাসী শাসনব্যবস্থা হ'ল একরকম একনায়কতন্ত্র, স্বৈরাচার বা স্বৈরাচারবাদ।

জাতীয় পর্যায়ে, এটি বলা যায় যে প্রতিটি জনপ্রিয় গণতন্ত্রের মধ্যেই সর্বগ্রাসীবাদ কমিউনিস্ট পার্টি এবং এর সর্বোচ্চ প্রতিনিধি সেক্রেটারি-জেনারেল দ্বারা প্রয়োগ করা হয়, যিনি প্রায়শই নেতাও হন। রাজ্য বা সরকার। তিনিই ইউএসএসআরের পরামর্শে স্থানীয় পর্যায়ে মস্কোতে গৃহীত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন।

তিনিই স্ট্যালিনের প্রশংসা করেছেন, তাঁর উপকারের জন্য ব্যক্তিত্বের গোষ্ঠী ভুলে গেছেন, যেমন জিডিআর এরিক হোনেক্কার বা রোমানিয়ার নিকোলা সিউজস্কু। তিনিই তাঁর ভাগ্যকে ইউএসএসআর-র সাথে আবদ্ধ করেন, কমিউনিজমের সমস্ত বিরোধীদের, ইউএসএসআর বা স্টালিনকে নির্বিচারে "জনগণের শত্রু", "বিশ্বাসঘাতক", "বিপ্লবীদের" বা "দক্ষিণপন্থীদের" বিরুদ্ধে বর্ণিত হিসাবে নির্যাতন করেন। একজন রাজনৈতিক পুলিশ (জিডিআর-এর স্ট্যাসি, রোমানিয়ার সিকিউরিটে) দ্বারা গ্রেপ্তার হওয়ার বিষয়টি পার্টির নির্দেশে বিপ্লবী ট্রাইব্যুনালদের দ্বারা বিচার করা হয়েছিল, তারপরে প্রায়শই উপহাসমূলক ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্যগুলির জন্য জোর করে শ্রম বা মৃত্যদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।